দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ 15 MAY 2012
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৫

শিক্ষার্থী অভিভাবকদের ভোগান্তির অবসান

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির আবেদন অনলাইনে

□ নিপা চৌধুরী

তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাচ্ছে সেবা। এতে করে জনগণের তুলনামূলক হয়রানি কমে গেছে। পাবলিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি হতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রাঙ্গণে ভর্তিচ্ছুদের আবেদনপত্র সংগ্রহ করার যে দুর্ভোগ পোহাতে হতো শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সেই দিনের অবসান হয়েছে। টেলিটক অনলাইন আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যাপক সেবা দিয়ে যাচ্ছে। আর টেলিটকের সেবা গ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছে শিক্ষা [illegible] প্রযুক্তির আশীর্বাদেই সমাজ ও রাষ্ট্রে এমন সফলতা এসেছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকেও জনগণ এসএমএসের মাধ্যমে মোবাইল থেকে রাষ্ট্রীয় সকল তথ্য জেনে নিতে পারছেন। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে সুবিধাভোগীরা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদনসহ বিসিএসের মতো পরীক্ষায় অংশগ্রহণে আবেদন করার সুবিধা পাচ্ছে। অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের ফি জমা দিতে [illegible] অভিভাবক-শিক্ষার্থী ও প্রার্থীদের ব্যাংকিং ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে না। রাজধানীর ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজের সাবেক ছাত্রী নুসরাত ইসলাম বলেন, ২০০৫ সালে আমি যখন মতিঝিল মডেল স্কুল থেকে এসএসসি পাস করে ভিকারুননিসা কলেজে ভর্তি হয়েছি। তখন ভর্তি পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। কলেজের আবেদন ফরম নিতে গিয়ে আমার বাবাকে লাইনে দাঁড়াতে হয়েছিল। এখন কলেজগুলোতে ভর্তি পরীক্ষার ঝামেলা নেই। গ্রেডিং পদ্ধতিতে কলেজগুলোতে ভর্তি নেয়া হচ্ছে। ভর্তিচ্ছুরা ঘরে বসেই অনলাইনের মাধ্যমে পছন্দের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে আবেদন করতে পারছে। টেলিটক আবেদনের

পৃঃ ১৫ কঃ ৬

শিক্ষার্থী অভিভাবকদের ভোগান্তির

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

ফি জমা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ফিরতি জবাব পাঠাচ্ছে। এতে করে আবেদনপত্র সংগ্রহ করার ঝামেলা থেকে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা রেহাই পাচ্ছে। তারা চলমান গুঠাণত তীব্র গরমের যন্ত্রণা থেকেও মুক্তি পাচ্ছে।

ঢাকার সেন্ট গ্রেগরিজ হাই স্কুলের ছাত্র আবরার-উর-রহমান নিলয় এবার এসএসসিতে জিপিএ-৫ পেয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তির সুফল ব্যবহার সম্পর্কে নিলয় বলে, ঘরে বসে এসএমএস পাঠিয়ে রাজধানীর নামিদামি কলেজে আবেদন করতে পারছি। এক-দুই মিনিটের মধ্যেই ফিরতি জবাবও পেয়ে যাচ্ছি। রাজধানীর যানজটের দুর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে না। রাজধানীর ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ (আইডিইবি) প্রকৌশলী সাইফুল ইসলাম বলেন, তথ্য প্রযুক্তির সেবা গ্রহণের আগে দেখা গেছে, কলেজে ভর্তি হতে গিয়ে দলীয় ছাত্রনেতাদের হাতে ভর্তিচ্ছুদের লাঞ্ছিত হতে হয়েছে। কখনও কখনও ভর্তিচ্ছুদের টানাটানি পর্যন্ত করা হতো। এ সময় ভর্তিচ্ছুদের সঙ্গে থাকা টাকা-পয়সা, এসএসসির পর্যায়ের মার্কশিট, প্রশংসাপত্র, ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র ছিনিয়ে নেয়া হতো ও ছিঁড়ে ফেলার ঘটনাও ঘটেছে। সময়ের পরিবর্তনে এখন মানুষ মোবাইলের এসএমএস থেকে রাষ্ট্রীয় তথ্য জানতে পারছে। তিনি বলেন, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফল জানতে আগে সকাল থেকে স্কুল প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো। এখন মোবাইলে এসএমএস করেই পরীক্ষার ফল জানা যাচ্ছে।

ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ (চলতি দায়িত্ব) মঞ্জু আরা বেগম বলেন, তথ্যপ্রযুক্তি জনগণের জীবনযাত্রা সহজ করে দিয়েছে। ঘরে বসে অনলাইনের মাধ্যমে জটিল সমস্যা সমাধান করে ফেলছে। তিনি বলেন, এই প্রতিষ্ঠানের উত্তীর্ণ সকল ছাত্রী স্ব স্ব বিভাগে আবেদন করতে পারবে। আবেদন ফি ১২০ টাকা। বহিরাগত ছাত্রীদের এ কলেজে আবেদন করতে হলে টেলিটকের মাধ্যমে এসএমএস পাঠাতে হবে। টেলিটক থেকে পিন নম্বর সংগ্রহ করে ছাত্রীদের এ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে বলে তিনি জানান। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, শিক্ষায় তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রক্রিয়া সহজ করা হয়েছে। অষ্টম শ্রেণী, এসএসসি ও এইচএসসির শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন এখন করা হচ্ছে। পরীক্ষার ফল এখন শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে ও মোবাইল ফোনে পাওয়া যাচ্ছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে ওয়েব সাইটে পাঠ্যবই প্রকাশ করা হয়েছে। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি কমানোর লক্ষ্যে সরকার ভর্তি প্রক্রিয়া অনলাইনে করার উদ্যোগ নিয়েছে। ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণীতে ৬০০-এর বেশি ভর্তি-কার্যক্রমের অনুমতি আছে এমন কলেজসমূহে অনলাইনে ভর্তি করা হবে। ৩০০-এর অধিক আসন থাকা কলেজগুলোও অনলাইনে ভর্তি করতে পারবে। তিনি বলেন, গতবছর কিছু প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত ফি গ্রহণ করার অভিযোগ রয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে, উল্লেখ করে তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের অনুমোদিত ফি'র অতিরিক্ত ফি না নেয়ার আহ্বান জানান।